ও৩ম্

মৃত্যুর পরপারে

(বেদাদি বিবিধ সচ্ছাস্ত্র প্রমাণ- সমন্বিত গ্রন্থ)

[দ্বিতীয় সংস্করণ -১৯৯৮]

গ্রন্থকার

প্রভাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণ

ভূতপূর্ব্ব উপপ্রধান
আর্য প্রতিনিধিসভা, কলিকাতা
প্রাক্তন উপাচার্য্য
কাউরচন্ডি গুরুকুল বিদ্যালয়
কোলাঘাট, মেদিনিপুর

Pdf creat by

শ্রীঃ বিপ্লব আর্য

ভূমিকা

ওম্ প্রাণ প্রাণং ত্রায়স্বাসো অসবে মৃঢ়।
নিঋতে নিধিত্যাসঃ পাশেভ্যো মুঞ্চ।।
(অথর্ববেদ ১৯।৪৪।৪)

অর্থ- হে জীবনদাতা প্রভো ! আমাকে বুদ্ধি দান করিয়া প্রসন্ন হও। হে সর্বব্যাপক পরমাত্মন্ ঘোর দুর্বিপাকের জাল হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর।

অধুনা ভূমন্ডলের কুত্রাপি আত্মবিদ্যার চর্চা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুক্ষাতিসুক্ষ জটিল আত্মতত্ত্বের বিষয় অবগত হইয়া তাহার সুচারুরূপে সমাধান করা অতিব কঠিন। পৃথিবীতে যত প্রকার জটিল সমস্যা আছে তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বের সমস্যা জটিলতম। সে কারন জীবাত্মার শরীরত্যাগের পর পুনর্জন্ম হয় কিনা এবং যদি হয় তবে " মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই সাম্প্রতিক কাল জীবাত্মা কোথায় অবস্থান করে ও কতকাল পরে তাহার পুনর্জন্ম হয় " এই গভীরতম রহস্য সাধন বিষয়ে বহু প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও বিফল মনোরথ হইয়া ইহা অবিজ্ঞেয় বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কেবল পান্ডিত্যের দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। বেদোক্ত বিধি অনুসারে একনিষ্ঠ চিত্তে যোগের বহিরঙ্গ ও অন্তঃরঙ্গ সাধন করিয়া বিমল আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইলে সেই সুক্ষাতিসুক্ষ পরমতত্ত্বের উপলব্ধি করা যায়। .

"মৃত্যুর পর জীবাত্মা কতকাল পরে জন্ম গ্রহণ করে এবং সে
পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কিভাবে ও কোথায় অবস্থান করে" ইত্যাদি গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু মত মতান্তর বিদ্যমান আছে। বেদাদি শাস্ত্রে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা পাওয়া যায় কিন্তু বেদ মন্ত্রেরও বিভিন্ন বিদ্বান পুরুষ বিভিন্ন প্রকারে ভাষ্য বা অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। সেই কারণ এই তত্ত্ব বিষয়ে বহু মতমতান্তর দেখিয়া অনেক অনুসন্ধিৎসু পুরুষকে বিভ্রান্ত হইতে হয়। বৈদিক পন্ডিতগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতামত দেখিতে পাওয়া যায় কারণ বেদাদি শাস্ত্রে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে যে মন্ত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন পন্ডিতগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যাজনিত সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে- কিন্তু আধুনিক জগতে মহর্ষি দয়ানন্দের

বেদভাষ্যই প্রমান্য।যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে এই তত্ত্বের সুচারু মীমাংসা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ তৎকৃত ঐ বেদের ভাষ্যে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সুচারুরূপ ভাষ্য করিয়া এই তত্ত্বের বিশেষ সমাধান করিয়াছেন। আধুনিক যুগের ঋষি অরবিন্দ বলিয়াছেন যে, বেদের যত প্রকার ভাষ্য প্রচলিত আছে ও ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে মহর্ষি দয়ানন্দ সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন, তাঁহার ভাষ্যই সর্বাগ্রগণ্য হইবে কারন বহুশতাব্দীর বদ্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি তিনিই পাইয়াছিলেন এবং প্রকৃত বৈদিক সত্যের অনুসন্ধান তিনিই করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে বেদাদি সত্য শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ উপযুক্ত মন্ত্র সমূহের যেরূপ ভাষ্য করিয়াছেন এবং ঐ সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ মত সেই সমস্ত প্রমাণানুকুলে ও অন্যান্য বেদানুকুল সত্য শাস্ত্রানুসারে যথাযথ যুক্তি ও বিচারানুকুল এই জটিল তত্ত্বের সমাধান করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ইহাতে "জীবাত্মার মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সে কোথায় অবস্থান করে এবং কতকাল পরে তাহার জন্ম হয়" এই মহান তত্ত্বের সুচারুভাবে সমাধান করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে জীবাত্মার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার বর্ননা আছে বলিয়া ইহার "মৃত্যুর পরপারে"নামকরনকরা হইল।
যুক্তি ও বিচারানুকুল এই জটিল তত্ত্বের সমাধান করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল । ইহাতে " জীবাত্মার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত সে কোথায় অবস্থান করে এবং কতকাল পরে তাহার জন্ম হয় " এই মহান তত্ত্বের সুচারুভাবে সমাধান করা হইয়াছে । এই গ্রন্থখানিতে জীবাত্মার মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার বর্ণনা আছে বলিয়া ইহার "মৃত্যুর পরপারে" নামকরণ করা হইল ।
এই গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয় বহন করিবার জন্য আমি আমার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র কুমার (সাং ৪/১৪ নং জি.টি. রোড, সাউথ হাওড়া) মহাশয়কে অনুরোধ করি। বিমলবাবু বৈদিকধর্মে পরম শ্রদ্ধাশীল ও বৈদিক আদর্শে অনুপ্রাণিত , উদারচেতা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । তিনি প্রসন্নচিত্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থখানি মুদ্রণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া এই কার্য্যে ১০০ (একশত) মুদ্রা দান করেন ও মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে অবশিষ্ট অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন । কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় যে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইবার পর ভূমিকা মুদ্রণের পূর্ব্বে আমকর উক্ত মিত্র বিমলবাবু

আকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমণ করিয়াছেন । সে কারণ ইহার অবশিষ্ট ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইয়াছে । আমি তাহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য পরমেশ্বরের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি ।

এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন করা মাদৃশ ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার । জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী বৈদিক সিদ্ধান্তে সবিশেষ অভিজ্ঞ আমার পরলোকগত গুরুদেব পূজ্যপাদ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক
মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ উৎসাহপূর্ণ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং সর্বমঙ্গলালয় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান করুণাময় পরমগুরু পরমেশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদকে একমাত্র পরম সম্বল ও সহায়তারূপে মস্তকে ধারণ করিয়া এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম ও তাঁহারই কৃপায় কৃতকার্য্য হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি ।

এই দুঃসাধ্য কার্য্য সাধনের জন্য আমার পূত্রবৎ প্রিয় ছাত্র টালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীমান্ হিমাংশু কুমার চৌধুরী আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে । তজ্জন্য মঙ্গলাময় পরমাত্মার নিকট আমি সর্বদা তাহার মঙ্গল কামনা করি ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে , এই গ্রন্থে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অতীব জটিল , সূক্ষ্নাতিসূক্ষ্ন ও সাধারণ জ্ঞানের অতীত হইলেও বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুকুল ও জনসাধারণের বোধগম্য হইবার মত যথাসাধ্য সরলভাবে তাহার সমাধান করা হইয়াছে । পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে একনিষ্ঠচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে ইহা অধ্যয়ন করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে অপার্থিব আনন্দ লাভ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন এবং আমার পরিশ্রম সফল হইবে । ইত্যোম্ ।।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

মৃত্যুর পরপারে

ওম্ সূর্য্য চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ।।
ঋগ্বেদ ১০।১৬।৩

হে মৃতজীব ! তোমার চক্ষু সূর্য্যে ও প্রাণ বায়ুতে মিলিত হউক। তোমার আত্মা ধর্মকর্মানুসারে আকাশ, পৃথ্বী, সলিল অথবা বনস্পতিতে নিবাসকারী প্রাণীগণের মধ্যে যে যোনীর যোগ্য তাহা প্রাপ্ত হউক।

এই স্থুল শরীর ত্যাগ করিবার পর জীবাত্মা কি অবস্থায় অবস্থান করে , তাহার পুনর্জন্ম হয় কিম্বা না হয় - যদি হয় তবে কত সময় বা কতদিন পরে তাহার জন্ম হয় এবং মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সে কি অবস্থায় থাকে ইহা মানব জীবনের একটি চরম রহস্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়। এই রহস্যের উদ্ঘাটন করা মানব জীবনের একটি মহান ব্রত । এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিলে এ জীবন বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। ইহার আবিষ্কার কল্পে জগতের কত শত মণিষী যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়াছেন এবং এই অতিন্দ্রিয় বিষয়টি অবগত হইবার জন্য কত তত্ত্বাবেত্তা পুরুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা চিন্তা
করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এই মহান তত্ত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে মানবাত্মার অনাবিল শান্তি লাভ হইতে পারে না।; কিন্তু এই দুর্বিজ্ঞেয় রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে সচেষ্ট এরূপ পুরুষ এ জগতে অতিব বিরল।

জীবাত্মা সচ্চিৎস্বরূপ , অবিনশ্বর, শরীরের নাশ হইয়া থাকে কিন্তু জীবাত্মার নাশ হয় না। জীব স্থুল শরীর ত্যাগ করিবার পর সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিধান অনুসারে কর্মফল ভোগ করিবার জন্য ও নতুন কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য পুনরায় দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে - " জীবায়েতং বাচ কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তো ইতি"। (৬।১১।৩)

অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদকার ঋষি বলিয়াছেন জীবের শরীর হইতে পৃথক হওয়াই মৃত্যু। শরীর হইতে জীব পৃথক হইলে তাহাকে জীবন না বলিয়া মৃত্যু বলে। কিন্তু জীব অমর। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে - " যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। (কঠঃ উঃ ৫।৭) অর্থাৎ জীব ভোগার্থ অন্য যোনী বা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। বৃহদারন্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে -"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে। স উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ পাপমনো বিজহাতি।।" (বৃঃ উঃ ৪।৩।৮) অর্থাৎ জীব জন্ম লইয়া শরীর প্রাপ্ত হয় এবং পাপ ভোগ করে এবং মোক্ষ অবস্থায় পাপের ভোগ হইতে মুক্ত হয়। বৃহদারন্যক উপনিষদে আরো বলা হইয়াছে-

" তং বিদ্যাকর্মণী সমম্বারভেতে পূর্ব প্রজ্ঞা চ।"
(বৃঃ উঃ ৪।৪।২)

অর্থাৎ জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাহার বিদ্যা, কর্ম এবং পূর্ব প্রজ্ঞা তাহার সহিত অনুগমন করে।

বেদ বলিতেছেন-
ওম্ অসুণীতে পুনরস্মাসু চক্ষু পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্। জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃড়য়া ন স্বস্তি।।

" ওম্ পুনর্ন অংসু পৃথিবী দদাতূপুনর্দৌর্দেরী পুনরন্তরিক্ষম্।
পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পুষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ।।"
(ঋঃ বেঃ ৮।১।২৩।৬-৭)

অর্থাৎ হে সুখদায়ক পরমেশ্বর ! আপনি কৃপা পূর্বক আমাদের পূনর্জন্মে আমাদের মধ্যে উত্তম নেত্রাদি সমগ্র ইন্দ্রিয় স্থাপন করিবেন । আমরা পুনর্জন্মে উত্তম প্রাণ-শক্তি , মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, বল ও পরাক্রমযুক্ত শরীর যেন প্রাপ্ত হই। হে জগদীশ্বর এই জন্মে এবং

পরজন্মে আমরা যেন নিরন্তর উত্তম উত্তম ভোগ প্রাপ্ত হই। হে ভগবান ! আপনার কৃপায় আমরা যেন সূর্য্যাদি লোক, আপনার বিজ্ঞান ও প্রেম সদা দর্শন ও উপলব্ধি করতে পারি । হে প্রভো ! আমাদের সমস্ত জন্মে আপনি আমাদের সুখে রাখুন, যাহাতে আমাদের কল্যান হয়। হে সর্বশক্তিমান ! আমরা যেন পুনঃ পুনঃ পৃথিবী , প্রাণ চক্ষু এবং অন্তরীক্ষ আদি সমস্ত উত্তম পদার্থ এবং পুষ্টিকারক উত্তম শরীরের অনুকুল সোম অর্থাৎ ঔষুধি প্রাপ্ত হই। হে পুষ্টিদাতা পরমেশ্বর আমাদের সমস্ত জন্ম, আমাদিগকে দুঃখনিবারক পথ্যরূপ সুখ দান করুন-

ওম,পুনর্মনঃ পুনরবায়ুর্মাগন পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন।

বৈশ্বানরো অদবধস্তনুপা অগ্নির্নর্ন পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ।।যজুর্বেদ ৪/১৫

ওম পুনর্মৈতিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণং চ।

পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণা যথাস্যাম কল্পস্তামিহৈব।।

(অথর্ববেদ ৭/৬/৬৭/১)

ওম আ যো ধর্মানি প্রথমঃ সসাদ ততো বপুংষি কৃণুষে পুরুণি।

ধাস্যুর্যোনিং প্রথম অবিকেশ্যো যো বাচমনদিতাংচিকেত।

(অথর্ববেদ ৫/১/১/২)

সরলার্থঃ হে সর্বজ্ঞ পরমাত্মা! আমরা যখন যখন যে জন্ম লইব সেই সব জন্মে আমরা যেন শুদ্ধ মন,পূর্ন আয়ু,আরোগ্য, প্রাণ,কুশলতাযুক্ত জীবাত্মা(অর্থাৎ আত্মা যেন, উত্তম ও শুদ্ধ বিচারনশীল হয়)উত্তম চক্ষু ও কর্ণ প্রাপ্ত হই। আপনি আমাদের শরীরকে পালন করিবেন,সর্বপাপ নামক আপনি আমাদের সমস্ত অন্যায় কর্ম ও দুঃখ হইতে পূনর্জন্মে পৃথক রাখিবেন।

হে পরমেশ্বর! আপনার কৃপাই আমরা যেন পূনর্জন্মে মন আদি একাদশ ঈন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই অর্থাৎ আমরা যেন সর্বদা মনুষ্য দেহ
প্রাপ্ত হই,তথা সত্যবিদ্যারূপে শ্রেষ্ঠ ধনও আমরা যেন পুনর্জন্মে প্রাপ্ত হই এবং বেদাদী শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও আপনার স্বরূপ আমাদের যেন নিষ্ঠা থাকে ও সর্বজগতের কল্যানের জন্য আমরা যেন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারি।

হে জগদীশ্বর! আমরা পূনর্জন্মে শুভ গুনধারী শুদ্ধবুদ্ধি উত্তম শরীর তথা শুদ্ধ ইন্দ্রীয়যুক্ত ছিলাম সেইরূপ পূনর্জন্মেও আমরা যেন শুদ্ধবুদ্ধির সহিত মনুষ্য জন্ম ধারন করতে পারি এবং আপনার প্রেম ভক্তিতে মগ্ন

থাকি ও কোন দুঃখ প্রাপ্ত না হই। যে সমস্ত মনুষ্য ইহজন্মে ধর্মাচরন করেন তাহারা পূনর্জন্মে উত্তম শরীর প্রাপ্ত হন এবং অধমাত্মা মনুষ্যগন নীচ ফল ভোগের স্বভাবযুক্ত মনুষ্য, অন্ন, জল ও ঔষধি ও প্রাণ আদিতে প্রবেশ পূর্বক বীর্যের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে স্থিত হইয়া শরীর ধারন করে। যাহারা বেদাদী শাস্ত্র অনুযায়ী সত্য ভাষনাদি কর্মে যুক্ত হন। তাহারা উত্তম জন্মপ্রাপ্ত হন এবং যাহারা অধর্মাচরনে যুক্ত থাকে তাহারা নীচ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করে। উপযৃক্ত বেদ মন্ত্র সমূহ ও তাদের ব্যাখ্য হইতে ইহাই প্রতিয়মান হইতেছে যে , শদ্ধ পুরুষ ব্যতীত সমস্ত জীবই মৃত্যুর পর জন্মগ্রহন করে।

এক্ষনে আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে, পররোকগত আত্মা মৃত্যুর পর হইতে পূনর্জন্ম গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত এই সম্প্রতিকালে অবস্থান করে ও কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় নিম্নে তাহা আলোচনা করা যাক -

এই স্থুল শরীর ত্যাগ করিবার পর হইতে পূনর্জন্ম গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত পরলোকগত আত্মা পূর্ণ সুষুপ্ত অবস্থায় অন্তঃরীক্ষে অবস্থান করে। তখন তাহার স্থুল শরীর না থাকার কারন সুখ দুঃখের কোন অনুভূতি থাকে না এবং কোন প্রকার ভোগও থাকে না। উক্ত পরলোকগত আত্মা সুষুপ্ত অবস্থায় সর্বপ্রকার ভোগ রহিত হইয়া সর্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অধীনে সুক্ষ শরীররূপ রথে আরোহন করিয়া পৃথিবাদি লোক লোকান্তর পরিভ্রমন পূর্বক নানা পদার্থে প্রবেশ করতঃ সেই সমস্ত বিভিন্ন পদার্থ হইতে বিভিন্ন প্রকার তেজ ও স্বীয় সংস্কার অনুকুএ দিব্যগুন সমূহ আহরন করিয়া অন্নজল ও ঔষধির মাধ্যমে ছিদ্রপথে অপরের শরীরে প্রবেশ পূর্বক বীর্যে গমন করে এবং বীর্যের মাধ্যমে মাতৃগর্ভাশয়ে গমন করতঃ শরীর ধারন করিয়া বহির্গত হয়।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এই সংসারে কর্মফল ভোগের জন্য জীবের দুই পথ বা গতি আছে অর্থাৎ দুই প্রকারের জন্ম আছে। একটি মনুষ্য ধারন করা এবং দ্বিতীয়টি মনুষ্যত্বের পশু, পক্ষি,কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা ও গুল্মাদির শরীর ধারন করা। উপর্যুক্ত মনুষ্য শরীরে তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে সাধারন মনুষ্য জন্ম, যে জন্মে সঞ্চিত পূন্যকর্মের ফল স্বরূপ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। তৃতীয় দেব অর্থাৎ বিদ্বান যোগীদিগের উত্তম মনুষ্য জন্ম। যে জন্মে সংসারশক্তি পূন্য হইয়া তপস্বা ও যোগাভ্যাস দ্বারা পূণ্য বিদ্যা ও যোগৈশ্চর্য্য লাভ করিয়া সমাধি নির্ধুতকল্ময়ঃ হইয়া বিদেহমুক্তি লাভ হইয়া থাকে।প্রথম যে সাধারন

মনুষ্য শরীর তাহা আবার দুই প্রকার, একটি পূন্যত্মার শরীর এবং দ্বিতীয়টি তুল্য পাপ পূন্যযুক্ত শরীর।অতএব এই সমস্ত বিষয় বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে , জীবের প্রদানতঃ দুই প্রকার জন্ম বা গতি রহিয়াছে। একটি আবাগমন প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুরূপ অধীন হইয়া পূনঃ পূনঃ সংসারে গমনাগমন করা, আর একটি হইল আবাগমন রহিত হইয়া অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া। মহান নারাযন স্বামী জীবের এই দুই প্রকার গতিকে তিন প্রকার গতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা- সাধারন মানুষ জন্ম ও মনুষোত্তর ইতর জন্ম যথা পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদী স্থাবর জন্মকে প্রথমা গতি বলে বর্ননা করিয়াছেন। এবং উচ্চতম মনুষ্য জন্ম অর্থাৎ পিতৃ শরীরকে দ্বিতীয় গতি এবং উচ্চতম মনুষ্য জন্ম অর্থাৎ দেব শরীরকে তৃতীয় গতি বলিয়া বর্ননা করিয়াছেন।

তিনি নিম্নক্ত তিন প্রকার গতির বর্ননা করিয়াছেন যথা প্রথমা গতি - সাধারন মনুষ্য যাহাদের মধ্যে পূণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ অল্প অথচ তাহারা মৃত্যুর পর সাধারন মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়। এবং যাহদের পাপের ভাগ অধিক ও পূন্য অল্প থাকে তাহারা মনুষোত্তর পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম প্রাপ্ত হয়

দ্বিতীয়া গতি, যে সমস্ত মনুষ্য শুভ পূণ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন।

তাহারা দুইভাগে বিভক্ত।সকাম পূণ্যকর্মা কর্তা ও নিষ্কাম পূণ্যকর্ত্তা এই দুই প্রকার মানুষের মধ্যে যাহারা সকাম পূণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার (সৃষ্টিতত্ত্বের) চর্চা,তপশ্চরন ও যোগাভ্যাস না করিয়া সংসার সুখভোগে আসক্ত হইয়া সংসারেই বসতি পূর্বক ধর্মের চর্চা করেন এবং কূপ খনন ও পুষ্করিনী খনন, ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা, পশুশালা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং বৃহৎ হতে বৃহত্তর অনুষ্ঠান প্রভূতি পূণ্যময় পরপোকার ব্রত করতে থাকেন তাহারা পরিত্রাতা জ্ঞানী ব্যক্তি। তাহারা ঐ সমস্ত শুভ সকাম প্রভাবে (১) ধ্রুমদশা (২) রাত্রিদশা (৩) কৃষ্ণপক্ষীয় দশা (৪)ষান্মাষিকী বা দাক্ষায়িনী (৫) পৈত্রিক দশা (৬) আকাশীয় বা বায়বীয় দশা এবং (৭) চান্দ্রমশীয় দশা এই সপ্তপ্রকার দশা বা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ক্রম পূর্বক প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্য জন্ম লাভ করেন এবং সঞ্চিত পূণ্য কর্মের প্রভাবে সুখ ভোগ করিয়া পূণ্যক্ষয়ে পূনরায় জন্মগ্রহন করেন।যতদিন আবাগমন রহিত না হয় ততদিন পর্যন্ত জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারে পূনঃ পূনঃ

গ্রহন করিয়া কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাকে পিতৃযান বলিয়াছেন।
তৃতীয় গতি যে সমস্ত মনুষ্য নিষ্কাম পূণ্যকর্মকর্তা তাহার পঞ্চাগ্নিন বিদ্যা(যাহা রূপ লাঙ্কারে সৃষ্টি তত্তেরই বর্ননা) লাভ করিয়া এবং পূর্ন বিদ্যান হইয়া সংসারে বীতপৃহ হন ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জন অরন্যে বসতি পূর্বক পার্থিব ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক তপস্বরন ও যোগাভ্যাস করিতে করিতে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হন তাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ। এবং তাহারা ১) আচিকী দশা ২) আহ্নিকী দশা ৩) পাক্ষিকী দশা ৪) উত্তরায়িণী দশা ৫) সংবৎসরীয় দশা ৬) সৌরী দশা ৭) চান্দ্রমশীয় দশা ৮) বৈদ্যুতি দশা এই অষ্ট প্রকারের দশা প্রাপ্ত হইয়া ৯) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাকে দেবযান বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক দশম খন্ড ও চতুর্থ প্রবাকের প্রমান দিয়াছেন। কিন্তু যর্জুবেদের ১৯ অধ্যায়ের ৪৭ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিশ্বের সমগ্র জীবের কর্মফল ভোগার্থ দুইটি মাত্র পথ বা গতি আছে ১) পিতৃযান ২) দেবযান। আবাগমন প্রাপ্ত অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অধীন উচ্চতর মনুষ্য জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারন মনুষ্য জন্ম এবং মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গুল্ম বৃক্ষ লতা প্রভৃতির স্থাবর অনুশয়ী জন্মগুলোকে একপ্রকার গতি অর্থাৎ পিতৃযান এবং আবাগমন রহিত অবস্থায় জীবন্মুক্ত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্তির নাম দ্বিতীয়া গতি অর্থাৎ দেবযান বলা হইয়াছে। উক্ত বেদমন্ত্রে পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে কোন প্রকার দশা প্রাপ্তির উল্লেখ বা বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ণ বেদজ্ঞ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও উক্ত মন্ত্রের তদীয় ভাষ্যে এইরূপ দুইপ্রকার গতির বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার দশা প্রাপ্তির বর্ণনা করেন নাই। নিম্নে যর্জুবেদের উক্ত মন্ত্র ও মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হইল।

ওম দ্বে সৃতী অশৃনবৎ পিতৃনামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্।
তাভ্যামপি বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ ।।
(যর্জুবেদ ১৯/৪৭)
মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ভাষ্য যথা-
(দ্বে সৃতী) অস্মিন্ সংসারে পাপপূন্য ফল ভোগায় দ্বৌ মাগো স্তঃ। একঃ পিতৃণাং জ্ঞানীনাং দেবানাং বিদুষাং চ- দ্বিতীয়ঃ (মর্ত্যানাং)

বিদ্যাবিজ্ঞানরহিতং মনুষ্যানাম্ । তয়োরেকঃ পিতৃযান দ্বিতীয় দেবোযানশ্চেতি যত্র জীব মাতাপিতৃভ্যাং দেহং ধৃতা পাপপূণ্যফলে সুখদুঃখে পুনঃ পুনঃ ভুঙতে অর্থাৎ পূর্বপরজন্মানিচ ধারয়তি সা পিতৃযানাখ্যা সৃতিরস্তি। তথা যত্র মোক্ষাখ্যং পদং লব্ধা জন্মমরণাখ্যাৎ সংসারাদ্বিমুচ্যতে সা দ্বিতীয়া সুর্তিভবতি । তত্র প্রথমায়াং সৃতো পুণ্যসঞ্চয়ফলং ভুক্ত্বা পুনর্জায়তে ম্রিয়তে চ । দ্বিতীয়ায়াং চ সৃতৌ পুনর্নজায়তে চ ম্রিয়তে চেত্যহমেবম্ভুতে দ্বে সৃতী (অশৃনবম্) শ্রুতবানস্মি। (তাভ্যামিদং বিশ্বং) পূর্বোক্তাভ্যাং দ্বাভ্যাং মার্গাভ্যাং সর্বং জগত (এজত সমেতিঃ) কম্পমানং গমাগমনে সমেতি সম্যক প্রাপ্নেতি (যদন্তরা পিতরং মাতরং চ) যদা জীবঃ পূর্বং শরীরং তক্ত্বা বায়ুজলৌষধ্যাদিষু ভ্রমিত্বা পিতৃশরীরং মাতৃশরীরং বা প্রবিশ্য পুর্ণজন্মং প্রাপ্নোতি, তদা স সশরীরো জীবো ভবতীতি বিজ্ঞেয়ম্। অথচ এই সংসারে জীবের পাপপুণ্য ফল ভোগার্থ দুটি পথ আছে। তন্মোধ্যে একটি পিতৃযান এবং দ্বিতীয়টি দেবযান, যাহাতে জীব পিতামাতা দ্বারা শরীর ধারন পূর্বক পুণ্যপাপের ফল স্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে তাহার নাম পিতৃযান এবং যাহাতে মোক্ষপদ লাভ করিয়া জন্ম ও মৃত্যু রহিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায় তাহার নাম দেবযান। প্রথমোক্ত যানে মনুষ্য সঞ্চিত পুণ্য কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ভোগ পূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহন করিয়া পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়োক্ত যানে জন্ম না হইয়া মনুষ্য বিদেহ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। জীবের কর্মফল ভোগার্থ এই দুই প্রকার জন্ম বা পথ শুনিতে পাওয়া যায় । এই দুইপ্রকার মার্গে জগতের সমস্ত জীব গমনাগমন পূর্বক জন্মের পর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ব শরীর ত্যাগ করিয়া বায়ু, জল, অন্ন ও ওষধ্যাদির মাধ্যমে পিতৃশরীর বা মাতৃশরীরে প্রবেশ পূর্বক সংসারে জন্মগ্রহন করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে এবং নিষ্কাম পুণ্যকর্ম প্রভাবে বুত্থান (বন্ধনের) সংস্কার ক্ষীন হইলে বিদেহ মুক্তি লাভ করে। এই বেদ মন্ত্রে পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে কোন দশা প্রাপ্তির উল্লেখ নাই এবং পরম যোগী মহর্ষি দয়ানন্দ তদীয় ভাষ্যে পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে উপর্য্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দশা প্রাপ্তির উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষনে মৃত্যুর কতকাল পরে জীবের পুর্নজন্ম হয় এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধান কি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমৎ নারায়ন স্বামীজী মহারাজ তৎকৃত, "মৃত্যু আউর পরলোক"

নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রথমা গতি প্রাপ্ত প্রাণীগন অর্থাৎ সাধারন মনুষ্য ও মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম প্রাপ্ত প্রাণীগণ মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম গ্রহন করে। তাহাতে এক মুহুর্তও সময় লাগে না। দ্বিতীয়া গতি প্রাপ্ত প্রাণীগন অর্থাৎ সকাম পুণ্য কর্মকর্তা উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যগন মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত সপ্ত প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহন করে এবং তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত প্রাণীগন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষগন মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত নয় প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মৃত্যু রহিত অবস্থায় মুক্ত হইয়া যান। দশা প্রাপ্তি অর্থে বলিয়াছেন, 'জীবাত্মার ক্রমপ্রকাশ' অর্থাৎ জীবের একদশা হইতে অন্যদশা প্রাপ্তি অর্থে জীবের ক্রম প্রকাশ প্রাপ্তি। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে যর্জুবেদে বিশ্বের সমগ্র জীবের মাত্র দুই প্রকার গতি বা পথ আছে তিন প্রকার নহে এবং উক্ত বেদে দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ স্বরস্বতী উক্ত বেদ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মৃত্যুর পর মুক্ত জীব ব্যাতীত সাধারন মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সমগ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সকাম শুভ পুণ্য কর্মকর্ত্তা উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্য পর্যন্ত যাহাদেরই মৃত্যুর পর পুর্নজন্ম হয় তাহাদের সকলের এক প্রকার গতি অর্থাৎ পিতৃযান, এবং যাহারা মৃত্যুর পর জন্ম রহিত হইয়া বিমুক্ত হইয়া যান তাহাদের দেবযান গতি। এইরূপে বিশ্বের সমগ্র জীবের এই দুইটি মাত্র গতি বলা হইয়াছে। বেদই স্বতঃপ্রমান ও সর্বজন মান্য। উপনিষদাদি শাস্ত্র পরতঃ প্রমান এবং বেদের অনুকুলে প্রামাণ্য। সাধারন জীবের এক প্রকার গতি এবং সকাম পুণ্য কর্মকর্ত্তা উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগন যাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন তাঁহাদের অন্য প্রকার গতি এরূপ বর্ণনা উক্ত বেদমন্ত্রের মধ্যে ও মহর্ষি দয়ানন্দ ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। " প্রথমা গতি প্রাপ্ত জীবের মৃত্যুর পর যে সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হইয়া থাকে" তাহাতে এক মুহুর্ত্তও সময় লাগে না তাহার পোষকতায় শ্রীমৎ নারায়ন স্বামীজী উক্ত গ্রন্থে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণ ও তৃতীয় মন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত মন্ত্র ও নারায়ন স্বামিজী কৃত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ওম্ তদ্যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং
গত্বাহন্যমাক্রমমাক্রম্যাহত্মানমুপসংহরতি।
এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং

গময়িত্বাহন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি।।"
বৃঃ উঃ ৪।৪।৩

শ্রীমৎ নারায়ন স্বামিজী কৃত ভাষ্য যথাঃ- "জৈসে তৃণ জলায়ুকা (এক কীট বিশেষ) এক তিনকে অন্তিম ভাগ পর পহুচ কর্ দুসরে তিনকে পর আপনে অগলে পাঁও জমাকর তব্ পহিলে তিনকো ছোড়তা হ্যায়, ইসি প্রকার জীবাত্মা এক শরীর কো উসি সময় ছোড়তা হ্যায় যব্ দুসরে নয়ে শরীর কা গ্রহণ কর্ লেতা হ্যায়" অর্থাৎ জলৌকা যেমন নতুন তৃণকে আশ্রয় করিয়া পূর্বধৃত তৃণকে ত্যাগ করে সেইরূপ জীবাত্মা যখন নতুন স্থুল শরীরকে আশ্রয় করে তখন পুরাতন স্থুল শরীরকে ত্যাগ করে ।এস্থলে লক্ষ করিবার বিষয় এই যে এই উদাহরণ প্রত্যক্ষ ও বিচার বিরুদ্ধ। জলৌকা যেমন নতুন তৃণকে আশ্রয় করিয়া তারপর পুরাতন তৃণ কে ত্যাগ করে , জীবাত্মা কিন্তু নতুন স্থুল শরীরকে ধারণ করিয়া পুরাতন স্থুল শরীরকে ত্যাগ করে না ।পক্ষান্তরে উহা পুরাতন শরীরকে ত্যাগ করিয়া তারপর নতুন স্থুল শরীর ধারণ করে । অতএব উপযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা "মৃত্যুর পর জীবাত্মা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে ইহা প্রমানিত হইতেছে না ।তবে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রচিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি? মহামহোপাধ্যায় আর্য্যমুণি উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন- " তৃণ জলায়ুকা কীট বিশেষ জব এক তিন পর পাঁও রাখ্লেতা তব্ দুসরে পাঁওকো উঠাতা হ্যায়। ইসি প্রকার এহি জীবাত্মা মৃত্যুকালমে বাসনাময় শরীর কো গ্রহণ করকে পূর্ব শরীরকো ত্যাগ করতা হ্যায়" । এখানে উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে মহামহোপাধ্যায় আর্য্যমুণি জীবাত্মার মৃত্যুকালে বাসনাময় শরীর ধারনের কথা বলিয়াছেন নতুন স্থুল শরীর ধারনের কথা বলেন নাই অর্থাৎ জীবের পরজন্মে কিরূপ জন্ম বা শরীর হইবে তদানুরূপ সংস্কার সমূহ তাহার মৃত্যুর পূর্বে জীবদ্দশায় বাসনাময় সূক্ষ শরীরে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং জীব মৃত্যুকালে সেই সংস্কার রূপ বাসনাময় শরীরকে ধারণ করিয়া বা আশ্রয় করিয়া তাহার স্থুল শরীর ত্যাগ করে। অতএব এই মন্ত্রে জলৌকার উদাহরণের ইহাই সার্থকতা।

শ্রীমৎ নারায়ন স্বামিজী মহারাজ তদীয় "মৃত্যু আউর পরলোক" নামক গ্রন্থে একটি প্রশ্ন যথা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে কিছু সময়

লাগিবে কিনা ইহার উত্তরে বলিয়াছেন "অবশ্য কুছ্ ন কুছ্ সম এক শরীরকো ছোড় কর্ দুসরে শরীরকো গ্রহণ করনে মে লগ্তা হ্যায়, পরন্তু এহি সময় এতনা থোড়া হ্যায় কি মনুষ্যনে যো সময়কী নাপ্ তোল (দিন, ঘড়ি, মুহুর্ত্তাদি) নিয়ত কী হ্যায় উস গণনামে নহী আতা" অর্থাৎ এক শরীর ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করিতে কিছু সময় লাগবেই কিন্তু তাহা এত অল্প যে মানবীয় দিন ঘন্টা ও মুহুর্ত্তাদির দ্বারা নির্নয় করা যায় না । এই উক্তি তাহার স্বকল্পিত। এ বিষয়ে তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই কিংবা কোন যুক্তি ও বিচার উপস্থাপিত করেন নাই- পক্ষান্তরে মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শনে তাঁহার এই উক্তির বিপরীত উপদেশই দেখতে পাওয়া যায় যথা "সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্"- সাংখ্যদর্শন ৩।৬। সাংখ্যে প্রশ্ন হইয়াছে যে সম্প্রতিকালে অর্থাৎ স্থুল শরীর ত্যাগ করিবার পর দ্বিতীয় নতুন স্থুল শরীর ধারন করিবার পূর্ব সময় পর্যন্ত পরলোকগত আত্মা কোন সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে কিনা ? ইহার উত্তরে মহর্ষি উপদেশ করিয়াছেন যে ঐ সময় জীবাত্মা সুখদুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারে না এবং তাহার স্থুল শরীর না থাকায় কোন ভোগও থাকে না ।ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কপিলাচার্য্য বিশ্বাস করিতেন যে জীবাত্মা স্থুল শরীর ত্যাগের কিছুকাল পরে তবে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ নতুন স্থুল শরীর ধারন করে - সঙ্গে সঙ্গেই নহে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন স্থুল শরীর ধারন করিলে সম্প্রতিকালে সুখ দুঃখের অনুভূতি ও ভোগের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না বা সাংখ্যে সম্প্রতিকালের উল্লেখই থাকিত না।ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিতে কিছু সময় লাগিবেই। সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হইবে না। আয়ুর্বেদও দেখিতে পাওয়া যায় যে মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জীবাত্মা ঈশ্বরের প্রেরণায় ফল, মূল , জল, বায়ু , সূর্য্য ও অগ্নাদির মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যের সহিত ছিদ্র পথে অপরের শরীরে গমন করতঃ বীর্য্যে গমন করে, তৎপরে বীর্য্যের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে গমন করিয়া থাকে। পুরুষ শরীর ধারন করিবার উপযুক্ত সংস্কার থাকিলে পুরুষের শরীরে এবং স্ত্রী শরীর ধারন করিবার উপযুক্ত সংস্কার থাকিলে স্ত্রী শরীরে প্রবেশ করে ইহাই হইল সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের বিচিত্র লীলা -যোগীগণ লীলাময়ের এই বিচিত্র লীলা শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা উপলব্দি করিয়া মোহিত হইয়া থাকেন।

.

যজুর্বেদে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে উচ্চনীচ গতিনির্বিশেষে মুক্ত পুরুষ ব্যাতিত সমস্ত জীবই মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ১১ দিন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহে ভ্রমন পূর্বক স্ব স্ব কর্মের সংস্কাররূপ বীজ অনুসারে পরজন্মের নতুন শরীরের অনুকুল দিব্য তেজ ও গুণ সমূহ গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ দিবসে সমস্ত দিব্যগুনে বিভূষিত হইয়া জীব প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে ও মাতৃগর্ভে গমনপূর্বক শরীর ধারন করিয়া থাকে। ১১ দিন সূক্ষ শরীরে পৃথিব্যাদি পদার্থে ভ্রমন করিয়া নতুন শরীরের উপযোগী তেজ এ গুন গ্রহণ করে বলিয়া সেই সময়ের মধ্যে তাহাদের জন্মের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সাধারন জীবের জন্ম গ্রহণের এ প্রকার অবস্থা এবং উচ্চ শ্রেণীর পুণ্যাত্মাগণের জন্মের অন্য প্রকার ব্যাবস্থা ভেদাভেদ নিমোক্ত বেদ মন্ত্রে বর্ণিত নাই। জীবমুক্ত পুরুষগণ (যাহারা মৃত্যুর পর জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন তাহারা) ব্যাতিত অন্য সমস্ত জীবই যাহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারে জন্ম গ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পর স্থুল শরীরের অভাবে সুক্ষ্ম শরীরে সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে।
এই তথ্যের সুচারু মীমাংসা যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রদ্বয় ও মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল যথা -

ওম্ প্রজাপতিঃ সম্ভ্রিয়মানঃ সম্রাট্ সম্মৃতো বৈশ্বদেবঃ সংসন্নো ঘর্মঃ।
প্রবৃক্তস্তেজsউদ্দতsআশ্বিনঃ পয়স্যানীয়মানে পৌষ্ণো বিস্পন্দমানে
মারুতঃ ক্লথন্। মৈত্রঃ শারসি সন্তাষ্যমানে
বায়ব্য হ্রিয়মান আগ্নেয়ো হুয়মানো বাগ্ঘুতঃ।।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত ভাষ্য-
পদার্থ:- হে মনুষ্য! জিস ঈশ্বরণে(সম্ভ্রিয়মানঃ) সম্যক শোষন বা ধারণ কিয়া হুয়া(সম্রাট) সম্যক প্রকাশমান্(বৈশ্বদেবঃ) সব উত্তম জীব বা পদার্থকে সম্বন্ধী(সংসন্নঃ) সম্যক প্রাপ্ত হোতা হুয়া(ঘর্মঃ) ঘামরুপ(তেজঃ) প্রকাশ তথা (প্রবৃক্তঃ) শরীরসে পৃথক হুয়া(উদ্যতঃ) উপরকো চলতা হুয়া (আশ্বিনঃ) প্রান অপান সম্বন্ধী তেজ(আনীয়মানে) অচ্ছে প্রকার প্রাপ্ত হুয়ে(পয়সি) জলমে (পৌষ্ণঃ) পৃথিবী সম্বন্ধী তেজ (ক্লথন্) হিংসা করতা হুয়া(মৈত্রঃ) প্রাণ সম্বন্ধী তেজ(সন্তাষ্যমানে)

বিস্তার কিয়ে বা পালন কিয়ে(শরসি) তলাবমে (বায়বঃ) বায়ু সম্বন্ধী তেজ (হ্রিয়মানঃ) হরণ কিয়া হুয়া (আগ্নেয়ঃ) অগ্নি দেবতা সম্বন্ধা তেজ (হুয়মানঃ) বুলায়া হুয়া (বাক্) বোলনেওয়লা (হুতঃ) শব্দ কিয়া তেজ অউর (প্রজাপতিঃ) পঠরজাকা রক্ষক (সম্ভুতঃ) সম্যক পোষন বা ধারণ কিয়া হ্যায় উসী পরমাত্মা কি তুমলোক উপাসনা করো।

সরলার্থ:- হে মনুষ্য! এই জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর পরমাত্মার আধারে তাঁহার প্রেরণায় উর্ধ্বদিকে গমন পূর্বক পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহে প্রবেশ করিয়া সব উত্তম পদার্থ সম্বন্ধীয় তেজ যথা- ঘর্ম রূপে তেজ, মনুষ্য শরীর সম্বন্ধীয় তেজ, প্রাণ, অপান সম্বন্ধীয় তেজ, জলাশয় হইতে তেজ, বায়ু সম্বন্ধীয় তেজ, অগ্নি, দেবতা সম্বন্ধীয় তেজ, শব্দ সম্বন্ধীয় তেজ প্রভৃতি তেজ গ্রহণ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার বিধান অনুসারে নূতন শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং যে পরমাত্মা সম্যক প্রকাশমান, সকলের পোষণ ও ধারণ কর্তা ও প্রজা সমূহের অর্থাৎ জীব সমূহের রক্ষক তোমরা সেই পরমাত্মার উপাসনা কর।

ভাবার্থ-যদায়ং দেহং ত্যক্ত্বা সর্বেষু পৃথিব্যাদিপদার্থেষু ভ্রমণ্ যত্র কুত্র প্রবেশম্ যতস্ততো গচ্ছন্ কর্মানুসারেনেশ্বরব্যবস্থায়া জন্মং প্রাপ্নোতি তদৈব সুপ্রসিদ্ধো ভবতি।
অর্থাৎ যব ত্রহি জীব শরীর কো ছোড় সব পৃথব্যাদি পদার্থোমে ভ্রমণ করতা জহা তহা প্রবেশ করতা আউর ইধর উধর উধর জাতা হুয়ো কর্মানুসারে ঈশ্বরকী ব্যবস্থাসে জন্ম পাতা হ্যায় তব্ হী সুপ্রসিদ্ধ হোতা হ্যায়।

সরলার্থ:- সজীব স্থুল শরীর ত্যাগ করিয়া পৃথিব্যাদি পদার্থে ভ্রমণ করতঃ যথা প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ গমন পূর্বক স্বীয় কর্মানুকূল ঈশ্বরের ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।
দ্বিতীয় মন্ত্র যথা-

ওম্ সবিতা প্রথমেহঅন্নগ্নির্দ্বিতীয়ে বায়ুস্তৃতীয়ে
আদিত্যশ্চতুর্থে চন্দ্রমা পঞ্চম ঋতুঃষষ্ঠ
মরুতঃ সপ্তমে বৃহস্পতিরষ্টমে মিত্রো নবমে

বরুণো দশম ইন্দ্র একাদশে বিশ্বে দেবা দ্বাদশে।।
যজুর্বেদ ৩৯।৬

পদার্থ:- হে মনুষ্যো! ইস জীবকো (প্রথমে) শরীর ছোড়নেকে পহিলে (অহন্)দিন (সবিতা) সূর্য্য (দ্বিতীয়ে) দুসরে দিন (অগ্নি) অগ্নি (তৃতীয়ে) তিসরে (বায়ুঃ) বায়ু (চতুর্থে) চৌথে (আদিত্যঃ) মহীনা (পঞ্চমে) পাঁচবে (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্রমা (ষষ্ঠে) ছটে (ঋতুঃ) বসন্তাদি ঋতু (সপ্তমে) সাতবে (মরুতে) মনুষ্যাদি প্রাণী (অষ্টমে) আটবে (বৃহস্পতিঃ) বড়োকা রক্ষক সূত্রাত্মা বায়ু (নবমে) নবয়েমে (মিত্রঃ) প্রাণ (দশমে) দশবে (বরুণঃ) উদান্ (একাদশে) গ্যারহবেমে (ইন্দ্রঃ) বিজুলী আউর (দ্বাদশে) বারহবে দিন (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্য উত্তম গুণ প্রাপ্ত হোতে হ্যায়।।
সরলার্থ:- হে মনুষ্যগণ। এই জীব স্থুল শরীর ত্যাগ করিয়া প্রথম দিন সূর্য্য প্রকাশে, দ্বিতীয় দিন অগ্নিতে তৃতীয় দিন বায়ুর মধ্যে, চতুর্থ দিন আদিত্য অর্থাৎ মাসের মধ্যে, পঞ্চম দিন চন্দ্রমা, ষষ্ঠ দিন বসন্তাদি ঋতুতে, সপ্তম দিন মনুষ্যাদি প্রাণিতে অষ্টম দিন সূত্রাত্মা বায়ুতে, নবম দিন প্রাণ বায়ুতে, দশম দিন উদান বায়ুতে, একাদশ দিন বিদ্যুতে গমন পূর্বক ঐ সমস্ত পদার্থের মধ্য হইতে নূতন স্থুল শরীরের উপযোগী দিব্য গুণ সমূহ আহরণ করিয়া দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্যগুণে বিভূষিত হইয়া গর্ভাশয়ে গমন পূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভাবার্থ:- হে মনুষ্যো! যদেমে জীবাঃ শরীরং ত্যজন্তি তদা সূর্য্যপ্রকাশাদীন্ পদার্থান্ প্রাপ্য কিঞ্চিংকালং ভ্রমণং কৃত্বা স্বকর্মানুযোগেন গর্ভাশয়ং গত্বা শরীরং ধৃত্বা জায়ন্তে তদৈব পুণ্য-পাপকর্মনা সুখদুঃখানি ফলানি ভুঞ্জতে। অর্থাৎ- হে মনুষ্যো! জব এহি জীব শরীরকো ছোড়তে হ্যায় তব সূর্য্যপ্রকাশাদি পদার্থকো প্রাপ্ত হোকর কুছ কাল ভ্রমণ কর আপনে কর্মকে অনুকূল গর্ভাশয়কো প্রাপ্ত হো শরীর ধারণ কর্ উৎপন্ন হোতে হ্যায় তভী পুণ্যপাপকর্মসে সুখদুঃখ রূপ ফলোকো ভোগতে হ্যায়।

সরলার্থ:- হে মনুষ্যগণ! এই জীব স্থুল শরীর ত্যাগ করিবার পর সূর্য্য প্রকাশাদি পদার্থে কিছুকাল পরিভ্রমণ করতঃ স্বীয় কর্মানুকূল গর্ভাশয়ে প্রবেশপূর্বক শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রগণ করিয়া থাকে।

যজুর্বেদের উপর্যুক্ত মন্ত্রদ্বয় হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে না। একাদশ দিবস সূর্য্যরশ্মি ও পৃথিব্যাদি পদার্থে পরিভ্রমণ পূর্বক উক্ত পদার্থ সমূহ হইতে স্ব স্ব কর্ম ও সংস্কারানুকূল নূতন স্থুল শরীরের উপযোগী দিব্য তেজ ও গুণ সমূহ আহরণ করিয়া দ্বাদশ দিনে প্রয়োজনীয় সমগ্র দিব্য গুণে বিভূষিত হইয়া পরমাত্মার ব্যবস্থা অনুসারে অপরের শরীরে প্রবেশ করিয়া বীর্যের সহিত মাতৃ গর্ভাশয়ে গমন পূর্বক শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। কারণ বেদমন্ত্রে একাদশ দিন ভ্রমণের পর দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্যগুণে ভূষিত হইবার কথা আছে সেইজন্য একাদশ দিনের মধ্যে জন্ম হইতে পারে না দ্বাদশ দিনে সর্ব দিব্য গুণ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভাশয়ে জন্ম হইয়া থাকে। যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের ৫ম মন্ত্রে জীবাত্মার শরীর ত্যাগের পর ঊর্ধ্বে গমন পূর্বক বিবিধ পদার্থে পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য তেজ আহরণ পূর্বক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে জীব মৃত্যুর পর একাদশ দিবস সূর্য্য প্রকাশ ও পৃথিব্যাদি নানা পদার্থে পরিভ্রমণ করতঃ উক্ত পদার্থ সমূহ হইতে স্ব স্ব কর্মানুকূল দিব্য গুণসমূহ আহরণ পূর্বক দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্য গুণে ভূষিত হইয়া গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজও উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঐরূপই ভাষ্য করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ের ষষ্ঠ মন্ত্রটির প্রতি পদের সুচারুরূপে ভাষ্য করিয়া তিনি জীবাত্মার মৃত্যুর পর একাদশ দিন পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থে ভ্রমণের কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থে যাহাতে প্রতি পদের অর্থ করা নাই কিন্তু মন্ত্রের ভাবটি কেবল সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও তিনি মৃত্যুর পর জীবাত্মার কিছুকাল সূর্য্যাদি পদার্থে ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। মন্ত্রের পদার্থের ভাষ্যই প্রসিদ্ধ অর্থ কারণ ইহাতে প্রত্যেক পদের পৃথক পৃথক যথাযথ ভাষ্য করা হয় আর ভাবার্থে কেবল মন্ত্রের ভাবের সংক্ষেপে বর্ণনা থাকে। কিন্তু এই ভাবার্থও মন্ত্রের ভাবের সংক্ষেপে বর্ণনা থাকে। কিন্তু এই ভাবার্থও মন্ত্রের শব্দার্থের অধীন ও অনুকূল হইবে তাহার বিপরীত হইতে পারে না। উক্ত মন্ত্রের মধ্যে জীবাত্মার মৃত্যুর পর একাদশ দিন ভ্রমণের কথা রহিয়াছে এবং মহর্ষিও সেই একাদশ দিন ভ্রমণের কথা ভাষ্যে লিখিয়াছেন এবং তাহার ভাবার্থে তিনি তাহার বিপরীত লিখিতে পরেন না। ভাবার্থ মন্ত্রের শব্দার্থের বা পদার্থের অনুরূপই হইবে তাহার বিপরীত হইতে পারে না

এবং মহর্ষিও একই মন্ত্রের পদার্থে ও ভাবার্থে দুই স্থলে দুই প্রকার অর্থ করিয়া স্ববিরোধী ভাষ্যের দ্বারা নিজেকে নিজে খণ্ডন করিতে পারেন না কারণ তিনি তত্ত্ববেত্তা ও দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থে উল্লিখিত "কিছুকাল" শব্দের অর্থ মন্ত্রের পদার্থের অধীন বা অনুকূল হইলে সঙ্গত অর্থ হইবে নতুবা তাহা কদর্থে পরিণত হইবে।

উক্ত মন্ত্রের ভাবার্থে ঋষি দয়ানন্দ বলিয়াছেন যে "পরলোকগত আত্মা কিছুকাল সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতি পদার্থে বিচরণ করিয়া মাতৃগর্ভে গমন করতঃ শরীর ধারণ পূর্বক জন্মগ্রগণ করিয়া থাকে" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং উক্ত মন্ত্রের পদার্থে তিনি বলিয়াছেন যে পরলোকগত আত্মা একাদশ দিবস পৃথিব্যাদি পদার্থে বিচরণ করিয়া দ্বাদশ দিবসে সমগ্র দিব্য গুণে বিভূষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে জন্ম লইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে কারণ মন্ত্রের ভাবার্থে লিখিত " কিছুকাল " মন্ত্রের পদার্থে লিখিত " একাদশ দিন " বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। মন্ত্রের পদার্থে লিখিত সময় ও সেই মন্ত্রের ভাবার্থে লিখিত সময় পরস্পর বিরোধী ও নূন্যাধিক হইতে পারে না তাহার পরিমাণ একরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত কারণ মন্ত্রের ভাষ্যকর্তা ও ভাবার্থকর্তা একই ব্যক্তি যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই দুই সময়কে পৃথক কল্পনা করা যুক্তি ও বিচার বিরুদ্ধ। অহন্ শব্দের অর্থও স্বামীজিকৃত অর্থ দিনই হইবে যাহার বিচার পরে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বেদ স্বতঃ প্রমাণ এবং সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিদ্যার আধার পরমাত্মার স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান-ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ও সর্বজন মান্য। আর বেদ ভাষ্য সম্বন্ধে বলিতে ইহাই বলিতে হয় যে আধুনিক জগতে মহর্ষি দয়ানন্দের বেদভাষ্যই যথাযথ সঙ্গত ও প্রামাণ্য ভাষ্য। মহর্ষির বেদ ভাষ্য সম্বন্ধে মহাত্মা অরবিন্দও বলিয়াছেন- "বেদভাষ্য সম্বন্ধে আমার পূর্ণ বিশ্বাস- অন্তে যে ভাষ্যই প্রামাণিক বলিয়া স্থিরীকৃত হউক না কেন স্বামী দয়ানন্দ সর্বাগ্রে পূজিত হইবেন কারণ তিনিই ভাষ্যের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশৃঙ্খলা, অবিদ্যা, অন্ধকার ও বহু শতাব্দীর ভ্রমজালে জনতা আবদ্ধ ছিল, তাঁহার দৃষ্টিই ইহা ভেদ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিল। সহস্র বছরের বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি তিনিই পাইয়াছিলেন এবং বদ্ধ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া স্রোতের প্রবাহ খুলিয়া ছিলেন।"

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী প্রণীত " মৃত্যু আউর পরলোক " নামক গ্রন্থে

দেখা যায় যে উপর্যুক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রটির সম্বন্ধে তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহর্ষি দয়ানন্দের উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঐ বেদমন্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "এহি মন্ত্র তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত প্রাণীওকে অর্থাৎ মুক্ত পুরুষোকে মার্গ(দেবযানক্রম) বতলাতা হ্যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ আউর ইস মন্ত্রমে বর্ণিত দেবযানকা ক্রম প্রায় মিলতে জুলতে হ্যায় বহু থোড়া অন্তর হ্যায়। ইসসে কিসি মৌলিক সিদ্ধান্তকা ভেদ নহি আতা"- অর্থাৎ নারায়ণ স্বামীজী বলিয়াছেন ঐ মন্ত্র মুক্ত পুরুষদের দেবযান মার্গের ক্রম সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত দেবযান মার্গের ক্রমের সহিত এই মন্ত্রে বর্ণিত দেবযান মার্গের প্রায় মিল আছে-খুব অল্প পার্থক্য আছে। ইহাতে মূল সিদ্ধান্তের কিছু ভেদ নাই।" তাঁহার এই মতবাদের সমর্থনে তিনি উক্ত মন্ত্রের "মিত্র" প্রভৃতি কতিপয় শব্দের যাহাঅর্থ করিয়াছেন তাহা মহর্ষি দয়ানন্দকৃত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি এই মন্ত্রে " মুক্ত পুরুষদের দেবযান মার্গের ক্রম সম্বন্ধে বর্ণনা আছে বলিয়াছেন কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ তদীয় ভাষ্যে এই মন্ত্রে " আবাগমন প্রাপ্ত" (জন্ম-মৃত্যুর অধীন) সাধারণ বদ্ধ পুরুষদের মৃত্যুর পর গর্ভাশয়ে গমন করিয়া স্ব স্ব কর্মানুকূল নতুন শরীর ধারণের বিষয় বর্ণিত আছে " বলিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মহর্ষি দয়ানন্দকৃত ভাষ্য হইতে শ্রীমৎ নারায়ন স্বমীজীর ব্যাখ্যার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু দুই প্রকার ভাষ্যের মধ্যে মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্যই যুক্তি ও বিচার সঙ্গত এবং প্রামান্য কারণ যজুর্বেদের ৩৯ অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ঠ মন্ত্রদ্বয়ের পূর্বে ও পরে যে সমস্ত মন্ত্র আছে তাহাদের মধ্যে সাধারণ বদ্ধজীবের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থারই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত অধ্যায়েই অন্তেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রসমূহের বর্ণনা আছে, ঐ অধ্যায়ের মন্ত্রসমূহে মুক্তপুরুষের দেবযানক্রম সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই এবং মুক্ত পুরুষের একাদশদিন পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহে বিচরণপূর্বক দ্বাদশদিনে সমগ্র দিব্যগুনে ভূষিত হইবার কথা কোন বিচারের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। অধিকন্তু প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেহ মুক্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া সূর্যরশ্মির সাহায্যে স্বপ্রকাশ জ্ঞান ও আনন্দস্বরুপ ব্রহ্মে অবস্থানপূর্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে।

এই মন্ত্রের ভাষ্য সম্বন্ধে মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্যের সহিত শ্রীমৎ নারায়ন স্বামী মহারাজের ভাষ্যের বিরোধ দেখিয়া কোন্ ভাষ্য প্রামান্য এবং

কোন্ ভাষ্য অপ্রামান্য তাহার সিদ্ধান্তের জন্য আমি এই বিষয়টি দিল্লীস্থিত সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধিসভার অন্তর্ভূক্ত ধর্মার্য সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। ধর্মার্য সভার মন্ত্রী মহোদয় এ সম্বন্ধে গত ১৬-১১-'৬০ তারিখের পত্রদ্বারা আমাকে জানাইয়াছেন যে মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষ্যই প্রামান্য। শ্রীমৎ নারায়ন স্বামীজীর ভাষ্য দয়ানন্দের ভাষ্যের বিরুদ্ধ হইলে তাহা প্রামান্য হইবে না।
উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, যথা-

সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা
Sarva desik Arya Pratinidhi Sabha
(International Aryan League

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন।
রামলীলা ময়দান, নইদিল্লী-১
দিনাঙ্ক-১০-১১-'৬০

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বিদ্যাভূষন
উপপ্রধান, আর্য প্রতিনিধিসভা, বাঙ্গাল
৪২,শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা- ৭০০০০৬

প্রীমন্নমন্তে
আপকা পত্র প্রাপ্ত হুয়া।ধর্মার্যসভাকে মন্ত্রীজীনে ইসকা উত্তর নিম্নপ্রকার দিয়া ভেজা হ্যায়।
আপকে লম্বা পত্রকা নিষ্কর্ষ আপকে হি শব্দমে এহি হ্যায় কি কিস ভাষ্যকো প্রমাণিক মানা যায়।অতঃ এহি নিবেদন হ্যায় যদি ঋষি মে আউর অন্যমে বিরোধ হো তো ঋষিহী হামারে লিয়ে প্রমাণিক হ্যায়। ঋষি কি বিদ্যা, যোগ, অনুশীলন আউর ব্রক্ষচর্য্য কো কোই আজ তক নহী পা সকা। যদি বিরোধমে শ্রী নারায়ন স্বামীজী মহারাজ ভী হ্যায় তো হম্ উসে প্রমাণ নহী মানগে।

ভবদীয়--
স্বাঃ রঘুবীর সিংহ শাস্ত্রী, মন্ত্রী"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যদিও "অহন্" শব্দের অর্থ দিন ধরা যায় তাহা কিন্তু ২৪ঘন্টায় দিন নহে উহা আলোক্যংশ মাত্র। ইহা তাদের কল্পনা প্রসূত অর্থ, --অহন" শব্দের অর্থ কেবল আলোকাংশ নহে --- অহন শব্দের অর্থ হইতেছে আলোকাংশ ও আধারাংশের সম্মিলিত দিবা ও রাত্রির সমাবেশ, দিবা ভাগের নাম আলোকাংশ ও রাত্রির নাম আধারাংশ। এই দুইয়ের মিলিত সময় আহোরাত্রি বা অহন্ বা পূর্ণ একদিন যাহার পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল। বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিকগতি কহে। পৃথিবীর নিজ অক্ষে পরিভ্রমণ করতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগে এই ২৪ ঘন্টা কালই "অহনের "পরিমাণ। পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির মধ্যে দিবা ও রাত্রি উভয়ই বিদ্যমান ---- যাহার নাম দিন ও পরিমাণ ২৪ঘন্টা কাল হইয়া থাকে। ইহাই হইল সম্মত সিদ্ধান্ত। " দ্যতিতমঃ" অর্থাৎ সূর্যের জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হয়
বলিয়া সেই সময়ের নাম দিবাভাগ উহা "অহনের " একটি ভাগ বা অংশ মাত্র পূর্ণ একদিন নহে। অনেক বৈদিক পন্ডিতও এইরুপ বলিয়া থাকেন যে "অহন্ "শব্দের অর্থ যদি ২৪ঘন্টায় দিন ধরা যায় তাহা ঠিক নহে কারণ দিন সর্বত্র সমান নহে লপ্ লন্ড ছয়মাসে দিন ও ছয়মাসে রাত্রি হয়। ইহার উত্তর এই যে লপলন্ডেও ২৪ ঘন্টায় দিন ধার্য্য করা হয়। ২৪ঘন্টায় দিন ধার্য্য করিয়া তবে ছয় মাসে দিন ও ছয় মাসে রাত্রি বলা হইয়া থাকে--- নতুবা ৬ মাসের গণনা কাহার উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত করা হইল? ঐদেশ প্রভূত তুষারাবৃত ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে এবং সূর্য্যে প্রকাশের তারতম্য বা ব্যতিক্রম হয় বলিয়া তথায় বছরে প্রায় ছয় মাস কাল অন্ধকারাংশ থাকে সেই ছয় মাসকাল রাত্রি ও অপর ছয় মাস কাল সূর্য্যে প্রকাশ থাকে বলিয়া ছয় মাস কাল দিন বলা হয় এবং উক্ত ছয় মাসের গণনাও ২৪ঘন্টায় দিন ধার্য্য করিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে। ঐদেশ সূর্য্যে প্রকাশের ব্যতিক্রম জন্য ছয় মাসে দিন বলা হয় বলিয়া কি পৃথিবীর আহ্নিক গতি ছয় মাসে হইবে না, তাহা হইতে পারে না ----উহা ২৪ঘন্টাতেই হইবে। বেদে বণিত আছে যে ৪অবুর্দ ৩২ কোটি বৎসর সৃষ্টিকাল এবং আর ৪ অবুর্দ ৩২কোটি বৎসর মহাপ্রলয় কাল। অথাৎ ৪ অবুর্দ ৩২ কোটি বৎসর অন্তর অন্তর একটি সৃষ্টি ও একটি প্রলয় হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিকাল ও মহাপ্রলয় কালও ২৪ ঘন্টায় দিন ধার্য্য করিয়া নির্ধারন করা হইয়াছে। কিন্তু লপ্ লন্ডের জন্য কি সৃষ্টিকাল ও প্রলয় কালের গণনা বিভিন্ন রকম হইবে,না তাহা হইতে পারে না।

সৃষ্টি ও প্রলয় সর্বত্র যেরুপে হইবে। লপ্ লন্ডের পক্ষেও সেইরুপ হইবে কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই ২৪ ঘন্টায় দিন ধার্য্য করা হইয়া থাকে এবং এজন্য দিবা বা রাত্রির সমাবেশই দিন বা অহন্। কোন কোন স্থনে সূর্য্যে প্রকাশের তারতম্য বশতঃ দিবা রাত্রির পরিমাণ নূন্যাধিক হইলেও ২৪ ঘন্টায় দিন ধরিতে হইবে। আমাদের দেশেও শীতকালে দিবাভাগে পরিমাণ অল্প এবং রাত্রির পরিমাণ অধিক হইলেও এবং গ্রীষ্মকালে দিবাভাগের পরিমাণ অধিক এবং রাত্রির পরিমাণ অল্প হইলেও ২৪ ঘন্টায় দিন ধার্য্য করা হইয়া থাকে। যেমন একই সার্বভৌম ধার্মিক ও ন্যায়াধীশ নরপতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একই নিয়ম প্রচলিত থাকে সেইরুপ এক,অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপক পরমাত্মার এই পৃথিবীর সর্বত্রই একই প্রকার অখন্ড নিয়ম ও আদেশ প্রচলিত আছে এবং থাকিবেই। যেমন এইদেশে মনুষ্যাদি প্রাণী সমূহের শরীর যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাদের যেরুপ আকৃতি গঠিত হইয়াছে সেইরুপ পৃথিবীর অন্যত্রও সেই ভাবে গঠিত হইয়াছে। যেমন এদেশে মনুষ্য চক্ষু দ্বারা দর্শন,নাসিকার দ্বারা গন্ধ গ্রহন,কর্ণের দ্বারা শ্রবণ,জিহবা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক দ্বারা স্পর্শ, মনের দ্বারা মনন ও বুদ্ধি দ্বারা বিচার,হস্ত দ্বারা গ্রহন এবং পদ দ্বারা গমণ করিয়া থাকে এবং ইহাই ইশ্বরীয় নিয়ম সেই সমগ্র ভূমন্ডলে মনুষ্যের পক্ষে এই একই নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে তাহার কোন তারতম্য বা ব্যতিক্রম হইতে পারেনা সেইরুপ দিনের গণনাও এই ভূমন্ডলের সর্বত্র একরুপই হবে ইহার কোনরুপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না বা ইহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।
অদ্বিতীয় পরমাত্মার সৃষ্টিতে একই প্রকার অখন্ড নিয়ম প্রবর্তিত আছে। অহন্ শব্দের যত প্রকার অর্থই থাকুক না কেন মহর্ষি দয়ানন্দ স্বরসতী এখানে "অহন্ " শব্দের অর্থ "দিনই" করিয়াছেন। অতএব "অহন্ " শব্দের দিন অর্থই সঙ্গত ও রণোপযোগী অর্থ। এই সমস্ত হলো যুক্তি ও বিচারের কথা এক্ষণে অহন্ শব্দের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হইতেছে যথা------
নিঘন্টুকার মহর্ষি যাস্ক অহন্ শব্দের দ্বাদশ প্রকার নাম বা অর্থ রাখিয়াছেন যথা :-
বস্তোঃ দৌঃ (দ্যুঃ) ভানু বাসরম্ স্বসরানি ঘ্রংসঃ ঘর্মঃ।
ঘৃণঃ দিনম্ দিবা দিবেদিবে দ্যাবিদ্যবীতি দ্বাদশার্হনামামি।।
নিঃ ১।৯

অহনের উপর্য্যুক্ত দ্বাদশটি নাম। এখানে মহর্ষি যাস্ক দিবা ও দিনম্ এই দুই পৃথক পৃথক শব্দকে অহনের দুইটি নাম বলিয়াছেন ইহাতে "অহন্ " অর্থে "দিবা" অর্থাৎ আলোকাংশ বা দিবাভাগ এবং "দিনম" অর্থাৎ আলোক ও আঁধারাংশের বা অহোরাত্রের সমাবেশ পূর্ণ দিন যাহার পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল এই দুইটু ঝাইতেছে কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ স্বরসতী এখানে অহন্ শব্দে "দিনম্ " এই অর্থ করিয়াছেন যাহার পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পরে বিশেষ প্রমাণ ও বিচার উপস্থাপিত করা হইয়াছে।
মহর্ষি যাস্ক পুনশ্চ বলিয়াছেন ------
"অহর্ণামাণ্যুত্তরাশি দ্বাদশ।।

অর্থ: উত্তরানি (পরবর্ত্তী) দ্বাদশ (দ্বাদশ নাম) অহর্ণামানি (দিনের নাম)। ঊষার নাম সমূহের পর (নিঘন্টুকার মহর্ষি যাস্ক ইহার পূর্ব্বে উষা শব্দের নির্নয় করিয়াছেন) বস্তোঃ, দৌঃ, ভানুঃ প্রভৃতি দিনের দ্বাদশ নামে অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ১।১৮)। অহঃ শব্দ অহরাত্রাত্মক সময়ের বোধক ; অহঃ কস্মাদুপাহরন্ত্যস্মিন্ কর্মাণি। অর্থ: অহঃ (অহন্) এই নাম কস্মাৎ (কোথা হইতে) হইল? অস্মিন্ (ইহাতে) কর্মাণি (কর্ম সমূহে) উপাহরন্তি (অনুষ্ঠিত হয়)। অহন্ এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন যথা :-
ন পূর্ব্বক ত্যাগ্যার্থক হা ধাতুর উত্তর ক্কনিন্ প্রত্যয় করিলে অহন্ শব্দের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ অহঃ সময়ে বা অহোরাত্রের মধ্যে কোন সময়ই জগতের কর্ম বন্ধ থাকে না---- অর্থাৎ একেবারে কর্ম ত্যাগ হয় না সর্বদাই কর্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এইজন্য অহঃ শব্দে অহোরাত্র বুঝায় যাহার পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল। নিম্নে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের মন্ত্রটিতে অহন শব্দের নির্নয় করা হইয়াছে যথা:-

ওম্ অহশ্চ কৃষ্ণমহরজ্জুর্ন চ বিবর্ত্ততে রজতী বিদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিাংসি।।
ঋঃ বেদ ৬।৯।১
নিরুক্ত ভাষ্য যথা :-
কৃষ্ণম্ অহঃ (কৃষ্ণ অহঃ অর্থাৎ রাত্রি) চ (এবং) অর্জুনম্ অহঃ (শুভ্র অহঃ অর্থাৎ সর গমনাদি গুনযুক্ত দিন) রজসী (রঞ্জিত কারক দিবারাত্র

বেদ্যাভিঃ(বেদিতব্য পদার্থ সমূহের সহিত যুক্ত হইয়া) বিবর্ত্তেতে (বিপর্য্যয় ক্রমে অবস্থান করে);বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর),অগ্নিঃ (অগ্নি), জায়মান (উদীয়মান),রাজা ন (রাজা বা সূর্যের ন্যায়), জ্যোতিষা (জ্যোতির দ্বারা) তমাংসি (অন্ধকার রাশি),অব্ অতিরৎ (বিনষ্ট করে বা উলংঙ্ঘন করে), কৃষ্ণম্ অহঃ ও অর্জ্জুনম্ অহঃ যথাক্রমে রাত্রি ও দিনকে বুঝাইতেছে। অহঃ শব্দের পূর্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই উপপদদ্বয়ে রহিয়াছ। রাত্রি ও দিনকে সমস্ত ভুবনের রঞ্জিত করে ---- রাত্রি রঞ্জিত করে অন্ধকারের দ্বারা এবং দিন রঞ্জিত করে জ্যোতির দ্বারা। রাত্রি ও দিনে প্রাণীসমূহের যে সকল প্রবৃত্তি হয় তাহা অগনণীয়----সম্পূর্ণ রুপে বিদিত হওয়া যায় না সে সমস্ত বেদিতব্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্যই থাকিয়া যায়। রাত্রি ও দিন বিপর্য্যয় ক্রমে সরল গমনাদি গুনযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রাত্রি অতীত হইলে দিবা আসে, দিবা অতীত হইলে রাত্রি আসে ইহারা একত্রে অবস্থান না করিলেও ব্যাপ্তিশীল ও সংযুক্ত থাকে। রাত্রিতে বৈশ্বানর অগ্নি জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার নাশ করে দিবাভাগের জ্যোতিষ্ক মন্ডলের রাজা উদীয়মানূ র্য্যের ন্যায়। অতএব কৃষ্ণ অহ ও অর্জ্জুন অহ অথবা রাত্রি ও দিন উভয়ই সংযুক্ত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পর্যায়ক্রমে ভুবনকে রঞ্জিত করে বলিয়া অহন্ শব্দে দিবা ও রাত্রি বুঝাইতেছে। এই রাত্রি ও দিবার পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল। অতএব অহন্ শব্দে ২৪ ঘন্টা কাল বুঝাইতেছে। উক্ত মন্ত্রে মহর্ষি দয়ানন্দ স্বরসতী কৃত ভাষ্য যথা -

পদার্থ : হে মনুষ্যো! অহঃ (দিন) কৃষ্ণম্ (রাত্রি) চ অহঃ ব্যাপ্তিশীল (অর্জ্জুনং) সরল গমনাদি গুনোকো (চ) ভী (রজসী) রাত্রিদিন (বিদ্যাভি) জাননেযোগ্য কে সাথ (বি,বর্ত্তেত্তে) বিবিধ প্রকার বর্ত্তেতে হ্যায় আউর (রাজা) রাজাকে (ন)সমান (জায়মানঃ) উৎপন্ন হুয়া (বৈশ্বানরঃ) সম্পূর্ণ করনে যোগ্য কামোমে প্রকাশমান (অগ্নিঃ) অগ্নি (জ্যোতিষা) প্রকাশ্ স (তমাংসি) অন্ধকার কো (অব্ অতিরৎ) উল্লংঙ্ঘন করতা হ্যায়।।

সরলার্থ: হে মনুষ্যো ! দিবা ও রাত্রির সরল গমনাদি গুনযুক্ত সরলভাবে সর্বদা গমন পূর্বক সংযুক্ত থাকে এবং ব্যাপ্তিশীল অর্থাৎ বেদিতব্য পদার্থ সমূহের সহিত ব্যাপৃত থাকিয়া রাজার ন্যায় অর্থাৎ রাজা যেমন বিদ্যা বিনয় দ্বারা সমস্ত সদ্গুন প্রকাশ করেন সেইরুপ বৈশ্বানর
অগ্নি প্রকাশের দ্বারা অন্ধকারকে বিনষ্ট করিতেছে।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে দিবা রাত্রি উভয়ই সংযুক্ত থাকে এবং পর্যায়ক্রমে অন্ধকার বিনষ্ট করে অর্থাৎ ভুবনকে রঞ্জিত করে। অতএব অহোরাত্রাত্মক সময়ের পরিমাণ অহঃ বা অহন। মহামুনিবর যাস্কাচার্য্য নিরুক্তের পরিশিষ্ট অহন্ শব্দের নিম্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা -----

তাবেতাবহোরাত্রাবজস্রং পরিবর্ত্তেতে। স কালস্তদেতদহর্ভবতি।।

পদ:- তৌ। এতৌ। অহোরাত্রৌ। অজস্রং। পরিবর্ত্তেতে। সঃ। কালঃ। তৎ। এতৎ।অহঃ। ভবতি।

সরলার্থ : পূর্ব্বোক্ত দিবস ও রাত্রি (দিবস ও রাত্রি সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে) পর্যায়কক্রমে একের পর অপরে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ বর্ত্তুলাকারে পর পর ঘুর্ণিত হইতেছে। উক্ত দিবস ও রাত্রি উভয়ের পরিবর্ত্তনের সময়ের যে পরিমাণ তাহাই অহঃ বা অহন্। উহাদের উভয়ের একবার পরিবর্ত্তনের সময়ের পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল উহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি। অতএব অহনের পরিমাণ একটি পূর্ণ দিন বা২৪ ঘন্টাকাল।

এক্ষনে অনুধাবন করবার বিষয় এই যে যজুর্বেদের ৩৯অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ মন্ত্রের ভাষ্যেও মহর্ষি দয়ানন্দ স্বরসতী "অহন" শব্দের অর্থ "দিন"ই বলিয়াছেন। এখানে "অহন " শব্দের অর্থ স্তর বা অবস্থা কোন শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না বা উহা যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারেনা। উহার অর্থ দিন এবং উপয্যুক্ত প্রমাণ অনুসারে উহার পরিমাণ ২৪ ঘন্টাকাল। ইহাই সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত তাহাতে কোন সংশয়া নাই। উহাকে ঘুরাইয়া অন্য অর্থ করিলে তাহা কদর্য হইবে এবং বিজ্ঞোচিত কার্য হইবে না। এখানে "অহন "শব্দের অর্থ দিন না হইয়া যদি স্তর, অবস্থা কিংবা অন্য কোন অর্থ হইত তাহা হইলে পরম বিদ্বান ঋষি দয়ানন্দ উহার অর্থ "দিন" না বলিয়া অন্য কিছু বলিতেন, এমন কোনো অর্থ করিতেন না যে যেটাকে পুনরায় ভাষ্য করতে হইবে কারণ প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার যে পদের যেটি প্রসিদ্ধ সেটিই গ্রহন করে থাকে, এমন কোনো অর্থ তারা করেন না যা পাঠ করে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন। এরুপ কার্য্য কোনো বিদ্বানেরই কর্তব্য নহে। কর্তব্য নহে।মহর্ষি দয়ানন্দ ইহা ভালোভাবেই জানিতেন এবং এখানে "অহন" শব্দের দিনই প্রসিদ্ধ অর্থ বলিয়া তিনি অহন শব্দে দিনই অর্থ করিয়াছেন,অন্য কোন

অর্থ করেন নাই যে তাহার পূনর্ভাষ্য করিয়া অন্য অর্থ করিতে হইবে এবং ইহা সমস্ত বেদজ্ঞ বিদ্ধানই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে মহর্ষি দয়ানন্দের ন্যায় প্রসিদ্ধ বিদ্ধান পুরুষ এখন আর কেহ নাই এবং জন্মগ্রহণ করেন নাই যে তিনি তাঁহার(দয়ানন্দের)বেদ ভাষ্যে পূনর্ভাষ্য করিয়া অন্যরূপ অর্থ করিবেন।মহর্ষি দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যই প্রমাণ্য ইহা সমস্ত আর্য্য পুরুষই স্বীকার করিয়া থাকেন।ইহার বিপরীত কোন করিলে তাহা ভ্রান্তিপুর্ণ ও কদর্থ বুঝিতে হইবে।
শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ যে বলিয়াছেন মৃত্যুর পর জীবাত্মার জন্মগ্রহণ করিতে যে সময় লাগে তাহা মুহুর্ত্ত অপেক্ষা ও অল্প।ইহা তাঁহার নিজের কল্পনা প্রসূত মতবাদ মাত্র এ বিষয়ে তিনি কোন শাস্ত্র প্রমাণ দেন নাই।মৃত্যুর পর জীবের জন্মগ্রহণ করিতে কত সময় লাগে এই সুক্ষ প্রশ্নের মীমাংসা বেদাদি শাস্ত্রে নিশ্চয়ই নির্ধারিত থাকিবে নতুবা এই বিষয়ে জ্ঞান বেদাদি শাস্ত্রে ও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে-কিন্তু বেদ সর্বজ্ঞ পরমাত্মার অভ্রান্ত জ্ঞান ভান্ডার তাহাতে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে জানিতে হইবে।যজুর্বেদে তাহার উপযুক্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।এই বিষয়ে ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য নহে সেজন্য মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা ইহা উপলদ্ধি করা যায় না-ইহার উপলদ্ধি সাধনা সাপেক্ষ ও শুদ্ধবুদ্ধি গ্রাহ্য সেইজন্য স্বতঃপ্রমাণ বেদই এই বিষয়ে প্রামাণ্য।বেদের অনুকূল হইলে তবে উপনিষদাদি শাস্ত্র প্রামাণ্য-নতুবা নহে কারণ উপনিষদাদি - শাস্ত্র পরতঃ প্রমাণ।যজুর্বেদে মৃত্যুর পর জীবের নতুন স্থুল শরীর ধারণ করিতে যে সময় লাগে উক্ত বেদ-মন্ত্র দ্বারা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মহর্ষি দয়ানন্দের উক্ত বেদ মন্ত্রের ভোষ্য "জীবাত্মা মৃত্যুর পর একাদশ দিবস পৃথিবাদি পদার্থে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দ্বাদশ দিনে সমগ্র দিব্য গুণে ভূষিত হইয়া থাকে ও ভ্রমণান্তর গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করে "এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।"মৃত্যুর পর জীবের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হয় ইহা মহর্ষি দয়ানন্দ যে বিশ্বাস করিতেন না তাহা তাহার জীবনী "ঋষিন্দ্র জীবনেও" পাওয়া যায় মহাত্মা শঙ্কর নাথ পন্ডিত মৎপ্রণীত,'ঋষিন্দ্র জীবনে দেখাইয়াছেন যে স্বামীজী (মহর্ষি দয়ানন্দ) যখন ডুমরাওতে ভাষণ দিতেছিলেন একদিন ছোটেলাল নামক একজন প্রকৃত জিজ্ঞাসু স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে জীবের মৃত্যুর পর কিরূপ দশা হয় বেদে কি লিখিত আছে? তাহাতে স্বামীজী বলেন যে জীবের কর্মানুসারে গতি হয় তবে সাধারণত যে রূপ গতি হয় তাহা

যজুর্বেদে লিখিত আছে তাহা এইরূপ যে জীব দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়ুসহ কিছুকাল আকাশে অবস্থান করে,পরে জলে যায়,তৎপশ্চাৎ ক্রমশ ঔষধি,অন্নে ও তৎপরে পুরুষে গমন করিয়া স্থিত হয় এবং তৎপরে যথা-সময় গর্ভে গমন করে"।এস্থলে স্বামীজী মহারাজ জীবের মৃত্যুর পর কিছুকাল বায়ুসহ আকাশে অবস্থানের পর জলে ভ্রমণ, তৎপরে ক্রমশ ঔষধি,অন্ন প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিয়া তৎপরে পুরুষে ভ্রমণ ও তাহার পর গর্ভে স্থিত হইয়া যথা সময়ে জন্মগ্রহণ করে বলিয়াছেন। এইজন্য জীব মৃত্যুর পর বেশ অনেক সময় পরে তবে মার্তৃগর্ভে গমন করিয়া জন্মধারন করে একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন নতুবা ছোটলালকে ঐরূপ না বলিয়া বলিতেন সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হয়। এইসব কারনে তিনি যর্জুবেদের ৩৯ অধ্যায়ের উক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রের ভাবার্থে যে " কিছুকাল" বলিয়াছেন তাহা উক্ত মন্ত্রের পদার্থের অনুকুল দ্বাদশ দিনই বুঝিতে হইবে ইহাই যুক্তি ও প্রমান সিদ্ধ।
অনেক প্রসিদ্ধ বিদ্বানেরও এইরূপ বিশ্বাস ও ধারনা যে "জীবাত্মা মৃত্যুর পর একাদশ দিবস সুষুপ্তি অবস্থায় পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তর পরিভ্রমনপূর্বক দ্বাদশ দিবসে সমগ্র দিব্যগুন প্রাপ্ত হইয়া গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহন করে" এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহন করিলে তদ্দারা মৃতাশৌচ ও মৃতক শ্রাদ্ধের সহায়তা করা হইবে। অতএব উহা স্বীকার না করিয়া শ্রীমৎ নারায়ন স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্তানুসারে "জীবের মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয়" এই সিদ্ধান্ত প্রচার করা বা তাহাতে বিশ্বাস করাই সঙ্গত। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস অমূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই অমূলক সংশয় ও বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বেদমন্ত্রের কদর্থ করিয়া প্রকৃত সত্য বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচার করা বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। তাহাতে সমাজ ও দেশের কল্যান সাধিত হইবে না বরং ধর্মপিপাসু সজ্জনগনের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইবে। বেদাদি সত্য শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মৃতক শ্রাদ্ধের ভ্রমে পতিত হইবার কোন কারন নাই। বেদ বলিতেছেন যে জীবাত্মা মৃত্যুর পর হইতে পুর্নজন্মগ্রহনের পূর্বপর্যন্ত সুক্ষ্ম শরীরে সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে তখন তাহার কোন প্রকার ভোগ বা অনুভুতি থাকে না। সে কারনে ঐ সময় পরলোকগত আত্মার ভোগের জন্য মৃতক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ভ্রান্তিপূর্ণ এবং যুক্তি ও বিচার বিরুদ্ধ। যেমন বেদে জড় মূর্ত্তিপুজার নিষেধ পাওয়া গেলেও বেদে শিব, শক্তি, গনেশ, স্বরস্বতী, লক্ষী, নারায়ন, বিষ্ণু প্রভৃতি

ঈশ্বরের নামের উল্লেখ আছে। যেমন (শিবু) কল্যানে ধাতু হইতে শিব শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি কল্যানস্বরূপ ও কল্যান কর্তা সেই পরমেশ্বরের নাম শিব। (শক্লু শক্ত)। এই ধাতু হইতে শক্তি সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যিনি সকল জগত রচনায় সমর্থ সেই পরমেশ্বরের নাম শক্তি। (গন সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে গন শব্দসিদ্ধ হয় তদুত্তর ঈশ শব্দ যোগে গনেশ শব্দ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং জীবাখ্যাপদার্থ সমূহের পালনকারী সেই ঈশ্বরের নাম গনেশ। (সৃগতৌ) এই ধাতু "সরস" ও তদুত্তর "মতুপ" ও (ঙিপ্) প্রত্যয় যোগে স্বরস্বতী শব্দ সিদ্ধ হয়, সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা স্বরস্বতী যাহার মধ্যে বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ ও প্রয়োগের যথাবৎ জ্ঞান আছে সেই পরমেশ্বরের নাম স্বরস্বতী, (লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়োঃ) এই ধাতু হইতে লক্ষী শব্দ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যিনি চরাচর জগতকে দেখেন চিহ্নিত বা দর্শনযোগ্য করেন ও সকলকে দেখেন যিনি সকল শোভার শোভা এবং যিনি ধার্‌মিক বিদ্বান যোগীদিগের লক্ষ্য বা দর্শনযোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম লক্ষী। জল বা জীবগনের নাম "নারা" এইসব অয়ন অর্থাৎ নিবাসস্থান যাঁহার সেই সর্বজীবে ব্যাপক পরমাত্মার নাম "নারায়ন"। (বিষলৃব্যাপৌ) এই ধাতুর
সহিত "ন" প্রত্যয় যোগে " বিষ্ণু" শব্দ সিদ্ধ হয় চর এবং অচর রূপে জগতে ব্যপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম বিষ্ণু হয়েছে ।(মহর্ষি দয়ানন্দ কৃতক সত্যার্থ প্রকাশ ১ম অধ্যায়)এখানে বেদে শিব ,শক্তি ,বিষ্ণু ,লক্ষী ,স্বরসতী গনেশ প্রভৃতি পরমাত্মার নাম আছে দেখিয়া বেদ বিদ্যা পরাদ্মখ ধর্ম ব্যবসায়ী প্রভু মূর্তি পূজার প্রবর্তক ব্রাক্ষন পন্ডিতগন যে রূপ তাহাদের মর্মার্থ করিয়া সকলে কল্পিত মূর্তি নির্মান করতঃ মন্দিরে স্থাপন করিয়া ঝড় পদার্থদি মূর্তি পূজা প্রবর্তন করিয়া যেন সেইরূপ উপর্যায় যর্জুবেদের মধ্যে মৃত্যুর পর জীবের একাদশ দিন পৃথিবীব্যাদি পদার্থের ভ্রমনের পর দ্বাদশ দিনে গর্ভাশয়ে জন্ম গ্রহনের কথা দেখিয়া পূরক পিন্ডের প্রবর্তক ব্রাক্ষনগন পুরানে পূরক পিন্ডে শরীর গঠনের কথা প্রচার করিয়া মৃতকের শ্রাদ্ধ ও পিন্ড দানের ব্যবস্থা ও ঝড় মূর্তির পূজার প্রচারের দ্বারা ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন ।মৃতকের শ্রাদ্ধ তাহারা কোথায় হতে পেলেন তাহার মর্ম এই যে " শাস্ত্রে দুই প্রকার কর্ম দেখিতে পাওয়া যায় ,নিত্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম ,নৈমিত্তিক কর্ম অর্থাৎ ষোড়শ বিধ সংস্কার -আধুনিক পৌরানিক পন্ডিতগন ১৬ সংস্কারের ৬

টি বাদ দিয়ে ১০ টা সংস্কার চালাইয়াছেন ।ষোড়শ সংস্কার যথা-গর্ভদান ,পুংবসন,সীমান্তোন্নয়ন ,জাতকর্ম ,নামকরন ,নিষ্ফল ,অন্নপ্রাশন , চূড়াকর্ম ,কর্ন বেধ ,উপনয়ন ,বেদ আরম্ভ ,সমাবর্তন ,বিবাহ বা গায়স্থ , বানপ্রস্থ ,সন্যাস ও অন্তেষ্টি, মধ্যে শ্রাদ্ধ বলিয়া কোনও শব্দ নাই , নৈমিত্তিক কর্মের অর্থ যাহা নিমিত্ত বশতঃ বা কোনও কারন বসতঃ অর্থাৎ প্রয়জন মতো করিতে হইবে বা করা কর্তব্য তাহাদের মধ্যে "শ্রাদ্ধ" নাই। নিত্যকর্ম অর্থ্যাৎ যাহা প্রত্যহ কর্তব্য- উহাই পঞ্চ মহাযজ্ঞ যাহা প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন করণীয়- যথা - ব্রহ্ম যজ্ঞ,দেব যজ্ঞ,পিতৃ যজ্ঞ, অতিথি যজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেব যজ্ঞ।প্রত্যেহ ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচ সাধনের পর সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মার ধ্যান ও সন্ধ্যা উপাসনা এবং প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বে ঐরুপ করা এবং প্রত্যহ স্বাধ্যায় অর্থ্যাৎ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং সৎসঙ্গের দ্বারা নিজের বুদ্ধি, মন ও চিত্তের মালিন্য নাশ করিয়া পবিত্র জ্ঞান বিদ্যা ও সংস্কার দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে হইবে।ইহাই সংক্ষেপত ব্রহ্মযজ্ঞ, (২)দেব যজ্ঞ - অর্থ্যাৎ, পরমাত্মার সৃষ্ট জলবায়ু প্রভৃতি দিব্য পদার্থ যাহা আমাদের তথা সমগ্র প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় ও আমরা প্রত্যহ দৈনিক কার্যের দ্বারা যেগুলো সর্বদা অশুদ্ধ করিতেছি তাহাদের শুদ্ধির জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘৃতাদি পুষ্টিকারক পদার্থ, গুড় শর্করাদি মিষ্ট পদার্থ, ধুনা,গুলগুল ও চন্দনকাষ্ঠ কস্তুরী কেশরাদি সুগন্ধ পদার্থ ও গুলঞ্চ, কালমেঘ, চিরেতা ও অন্যান্য রোগনাশক পদার্থ - এই চারি প্রকার পদার্থের দ্বারা দেবযজ্ঞ অর্থ্যাৎ,অগ্নিহোত্র বা হোম করিতে হইবে-ইহাই দেবযজ্ঞ বা দেব পূজা।আর প্রত্যহ জীবিত পিতা, মাতা, আচার্য্য অর্থ্যাৎ, গুরুস্থানীয় পূজ্য ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ অর্থ্যাৎ,শ্রদ্ধা সহকারে সেবা-শুশ্রূষা, আহার্য্য ও পানীয়দানে তাহাদের তৃপ্তি সাধন ও সম্মান করা মনুষ্য মাত্রেরই পরম কর্তব্য- ইহাই হইল পিতৃযজ্ঞ।অতিথি অর্থ্যাৎ, যাহারা বেদজ্ঞ বিদ্ধান,সন্ন্যাসী, যোগী ও বেদ বিদ্যার প্রচারক, যাহাদের আসিবার কোন নির্দিষ্ট তিথী বা দিন নাই,যাহারা আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে সত্য বিদ্যার শিক্ষা দেন তাহারাই প্রকৃত অতিথী,তাহাদের শ্রদ্ধা সহকারে সৎকার ও আহার্য দানে তৃপ্তি সাধন করা প্রত্যেক গৃহস্থের পরম কর্তব্য ইহার নাম অতিথী যজ্ঞ।বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞ অর্থাৎ গৃহস্থের কত্বব্য নিজেদের আহার্য্য হইতে গৃহপালিত পশু , পক্ষী,অন্ধ ,খঞ্জ ও রোগগ্রস্থ প্রভৃতি দূর্বল ও অসহায় ভিক্ষুকগনকে যথা

সাধ্য আহার দানে তৃপ্ত করা ইহাই হইল বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞ ।এই নিত্যকর্ম সমূহের মধ্যে যখন শ্রাদ্ধ ও তর্পনের কথা রইয়াছে তখন জীবিত পিতা,মাতা,পিতামহ মাতামহও পূজনীয় ব্যাক্তির শ্রাদ্ধ বুঝাইতেছে।মৃতকের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা যদি ঋষিদের উদ্দেশ ছিল হইত তাহা হইলে ষোড়শ সংস্কার বা নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে " শ্রাদ্ধ ও তর্পন " থাকিত কিন্তু তাহা নাই।মৃত্যুর পর জীবের সূক্ষ শরীরে সুষুপ্ত অবস্থায় কোন ভোগের প্রয়জন হয়না ।মৃতক শ্রাদ্ধের নামে সেই পরলোকগত আত্মার জন্য যেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করা হয় ,তাহার নামে যে সমস্ত পদার্থ দান করা হয় তা দ্বারা সেই সুপ্ত আত্মার তৃপ্তিরুপ শ্রাদ্ধ ও তর্পনের পরিবর্তে গুরু পুরোহিত ,প্রতিবেশি ,কুটুম্ব ও ব্রাক্ষনদেরই শ্রাদ্ধ ও তর্পন গঠিত হইয়া থাকে ।এইভাবে পৌরানিক পন্ডিতগন পিতৃ যজ্ঞের মধ্যে জীবিত পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ দেখিয়া তাহার অনর্থ করিয়া জীবিত পিতা মাতার স্থলে মৃত পিতা মাতার প্রভৃতির শ্রাদ্ধ প্রবর্তন করিয়া এবং বেদের নামে আর্য শ্রাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এবং ধর্মের নামে সামাজিক নিয়মের দোহাই দিয়ে শ্রাদ্ধাদির অনেক প্রকার ব্যাবসা চালাইয়া আসিতেছেন ।বৈদিক গুরুকূল স্থাপনের দ্বারা ও বৈদিক ধর্মের প্রচারের দ্বারা,বর্নাশ্রম ধর্ম ,বৈদিক ষোড়শ সংস্কার ও পঞ্চমহা যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য কর্মের পূনঃ প্রর্বতন করিয়া এই সমস্ত কু প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া মানুষকে প্রকৃত সত্য বিদ্যায় বিদ্বান করতে হবে ।মৃতকের শ্রাদ্ধ ও অশৌচ প্রভৃতি সমাজ ও ধর্ম বিধ্বংসী প্রথার বিলোপ সাধন করিতে হইবে ,ভুল ধারনার বশবর্তী হয়ে বেদ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্তকে বিকৃত করা কোন বিধানেরই কর্তব্য নহে ।ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে আচার্য্য শংকর অসামান্য প্রতিভা সম্পর্ন তদানীন্তন অদ্বিতীয় পন্ডিত হইয়া ও নাস্তিক বৌদ্ধমতের খন্ডনার্্থে উত্তেজিত হইয়া এবং উপনিষদের অখন্ড ব্রক্ষবাদের মধ্যে নাস্তিক বৌদ্ধ মতের মর্মার্থ খন্ডন রইয়াছে দেখিয়া তাহারই জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন এবং তাহার ফলে বেদের ত্রিত্ববাদকে উপেক্ষা করিয়া উপনিষদের ব্রক্ষবাদকে প্রকৃত সত্য বৈদিক সিদ্ধান্ত মনে করিয়া স্বকল্পিত অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়া গিয়েছেন ।তিনি এই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের পোষকতায় শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া তত্কালে এক অদ্বিতীয় পন্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন ।যদ্যপি শংকরাচার্যের মায়াবাদ প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত নহে ইহা সমস্ত বেদজ্ঞ

বিদ্বানই স্বিকার করেন ।তথাপি সেসময় শংকরাচার্যের অসামান্য প্রতিভা ,বিদ্যাবত্বা, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে মোহিত হইয়া তদানীন্তন সমস্ত বেদজ্ঞ বিদ্বানই তাহার মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদকে প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া এবং তাহার শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে স্বিকার করিয়া লইয়া ছিলেন এবং শংকরাচার্যের পর হইতে মহর্ষি দয়ানন্দের আবির্ভাবেরপ পূর্ব প্রর্যন্ত যে সমস্ত ধর্ম সংস্কারক ও শাস্ত্র ভাষ্যকার জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই সত্যা সত্য বিচার না করিয়া তাহার প্রচারিত অবৈদিক মায়াবাদকে অবলম্বন করিয়া ও তাহাকে প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্ত মনে করিয়া তদানুসারে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন ।সেইরূপ মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজি মহারাজের অসামান্য প্রতিভা ও মেধা শক্তি গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও তীক্ষ্ বিচার বুদ্ধি ও ব্যাক্তিত্ব এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জোতিতে মুগ্ধ হইয়া বহু বেদজ্ঞ পন্ডিত ও সত্যা সত্য বিচার না করিয়া মহর্ষি দয়ানন্দের প্রকৃত বৈদিক সিদ্ধান্তনুকূল বেদ ভাষ্যকে উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজির ব্যাক্ষাকেই সমর্থন করিয়া থাকেন ।ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় ।কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যই প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্তের অনুকূল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ।এত এব জীবআত্মা মৃত্যুর পর সুষুপ্ত অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর রূপ রথে আরোহণ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে ও পৃথিব্যাদি নানা পদার্থে একাদশ দিবস পরিক্রমণ করিয়া স্ব স্ব কর্মানুকূল যেরূপ জন্ম হবে তাহার উপযোগী দিব্য তেজ ও গুন সমূহ আহরন করিয়া ঈশ্বরের প্রেরনায় অন্ন ,জল ,ওষুধি প্রভৃতির সাহায্যে ছিদ্র পথে অপরের শরীর ধারন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে ।ইহা নির্বিবাদ সত্য ।

নমঃ পরম ঋষিভ্যো :পরম ঋষিভ্য ।।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্হ ।

ওতম্

হিতবাণী

১)জন্মই দুঃখের কারন ,আশাই দুঃখের মূল ।
২)সকলের মঙ্গল কামনাই নিজের মঙ্গলের কারন ।
৩)হিংসার নিবৃত্তিমূলক কর্মই অহিংসা।
৪)কামনার নিবৃত্তিমূলক কর্মই নিস্কাম কর্ম ।
৫)নিজের আচরণ দূষিত করাই মনোকষ্টের কারন ।
৭)মিথ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল ।
৮)আচারই পরম ধর্ম ।
৯)জ্ঞান বিচারই বিশ্বাসের মূল।
১০)অন্ধ বিশ্বাস অন্ধ ভক্তি ধর্মের পরম শত্রু ।
১১)ধর্ম তর্ক ও বিচারের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় ।
১২)তর্ক শান্ত হইলে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস হয় ।
১৩)ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয় সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত ।
১৪)চিৎস্বরুপ নির্গুন জীবাত্মার অবিদ্যা স্বরুপ অনাদি।
১৫)ইন্দ্রিয় দোষ সংস্কার জনিত অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের আশ্রয়ই জীবের বন্ধনের কারন
১৬)পুরুষার্থের সহিত ঈশ্বরীয় বেদ জ্ঞানের আশ্রয়ই মুক্তির কারন ।